ফর্ম নং. জে. (২)
আইটেম নং. ৪

কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ার
আপীল বিভাগ

শুনানিঃ ১৭.১০.২০২৩

রায় প্রদান করা হয়েছেঃ ১৭.১০.২০২৩

উপস্থিত:
মাননীয় প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম
এবং
মাননীয় শ্রী বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
২০২৩-এর এম. এ. টি. ২০৬৮

সহ

২০২৩-এর আইএ নম্বর সিএএন ১

ন্যাশনাল জুট/পাট ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা
বনাম
সুশীল কুমার থার্ড এবং অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ-
শ্রী অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি
শ্রী রাহুল কর্মকার
শ্রী সূর্য প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী সৌরভ গুচ্ছাইত

...আপিলকারীদের

পক্ষ

শ্রীযুক্ত উৎপল **বসু**
শ্রীযুক্ত শুদ্ধস্বত্ব ব্যানার্জি
শ্রীযুক্ত পুশান কর
শ্রীযুক্ত সাগ্নিক মজুমদার
শ্রীযুক্ত আর্যপুরব ব্যানার্জি

...উত্তরদাতাদের জন্য

বিচার

(আদালতের রায় মাননীয় প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল)

১. জাতীয় পাট প্রস্তুতকারক কর্পোরেশনের এই আন্তঃ-আদালতের আপিল লিমিটেড শিক্ষিত একক বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়

২০২৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ডাব্লু. পি. এ. ৪৭৫১-এ উল্লিখিত রিট পিটিশনে, উত্তরদাতা আবেদনকারীদের দ্বারা জারি করা একটি ই-নিলামে রিট আবেদনকারীর জমা দেওয়া প্রাক-জমা আন্তরিক অর্থ আটকে রাখার আদেশ বাতিল করার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি ম্যান্ডামাস রিট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং রিট আবেদনকারী আন্তরিক অর্থের ফলস্বরূপ ফেরত চেয়েছিলেন।

২. অবিসংবাদিত তথ্য হলো, বিবাদী/রিট আবেদনকারী আপিলকারীদের আহ্বান করা একটি ই-নিলামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিড-পূর্বে ২,২০,০০,০০০.০০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। আপিলকারীরা ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে একটি যোগাযোগের মাধ্যমে রিট আবেদনকারীকে জানান যে, উক্ত ই-নিলাম অনুসারে রিট আবেদনকারীর জমা দেওয়া দরপত্র আপিলকারীরা গ্রহণ করেছেন এবং ই-নিলামের শর্তাবলী অনুসারে, রিট আবেদনকারীকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এর মধ্যে আপিলকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০,৬০,২৮,২৭৮/- টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত যোগাযোগ পাওয়ার পর, আপিলকারীরা কিছু স্পষ্টীকরণ চেয়ে একটি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের উক্ত উপস্থাপনা পর্যালোচনা করে, রিট আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে, স্থান পরিদর্শন এবং মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিদর্শনের পর, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের উক্ত উপস্থাপনার ১ থেকে ৬ অনুচ্ছেদে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে কোন সম্পদ বিক্রি করতে হবে এবং কোনগুলো ধরে রাখতে হবে তা স্পষ্ট ছিল না।

৩. আমাদের মতে, আপিলকারীদের দেওয়া উত্তরে চাওয়া স্পষ্টীকরণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয়নি, তবে রিট আবেদনকারীকে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখের যোগাযোগে জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

নির্দেশাবলী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে যে রিট আবেদনকারীর দ্বারা ইতিমধ্যে একটি পরিদর্শন করা হয়েছিল ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট পাটকলে।

৪. উল্লিখিত যোগাযোগের প্রাপ্তির পর, রিট পিটিশনকারী আবার ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে আরেকটি স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলেন। উল্লিখিত যোগাযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না, যা রিট আবেদনকারীকে রিট পিটিশন ফাইল করতে প্ররোচিত করেছিল, যা নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করে অনুমোদিত হয়েছে।

৫. এটি বিতর্কিত নয় যে আপীলকারীদের দ্বারা ২,২০,00,00,000.00 টাকা প্রাক-বিড বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করার কোনও আনুষ্ঠানিক আদেশ দেওয়া হয়নি। কখন আমরা ই-নিলামের প্রাসঙ্গিক শর্তগুলির দিকে ফিরে আসি প্রি-বিডের রেমিট্যান্স এবং তার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পেলাম যে গৃহীত ভাষাটি খুব স্পষ্ট এবং সুবোধ্য।

৬. ই-নিলামের শর্তাবলীর ধারা ২.০ অনুসারে, দরপত্রের নথিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রাক-বিড জামানত জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া কঠোরভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিবাদী/রিট আবেদনকারী এই নিয়ম মেনে চলেন এবং পদ্ধতি অনুসারে প্রাক-বিড জামানত জমা দিয়েছেন, এতে কোনও বিতর্ক নেই। উক্ত ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, সফল দরদাতা ই-নিলামের কোনও শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলে প্রাক-বিডের পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই প্রাক-বিড নিলামের বায়না টাকা জমার উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না। সুতরাং, বিশেষ শর্তাবলীতে বলা হয়নি যে প্রাক-বিডের পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে তবে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি হল যে প্রাক-বিডের পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি এটিই পরিভাষা গৃহীত হয়, তাহলে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রাক-বিডের পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপিলকারীদের একটি বিচক্ষণতা রয়েছে। যদি এই ধরণের বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা হয়

বিশেষ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ই-নিলাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া দরদাতার 'শুনানি' করা উচিত যে, পূর্ব-বিডটি বাজেয়াপ্তির জন্য দায়ী ছিল কিনা। স্বীকার করতে হবে যে, সেই পর্যায়টি আসেনি, এমন কোনও সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি।

৭. বিদ্বান কৌঁসুলি শ্রী চ্যাটার্জী জোরালোভাবে যুক্তি দেখান যে, বিদ্বান একক বেঞ্চ ২য় ধারার বিশেষ উল্লেখ সহ দরপত্রের শর্তাবলী কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। বিতর্কিত আদেশে বিদ্বান একক বেঞ্চের দেওয়া যুক্তির ক্রমবর্ধমান পাঠে, আমরা উক্ত আবেদনটি গ্রহণ করতে অক্ষম কারণ বিদ্বান একক বেঞ্চ ধারাটি ব্যাখ্যা করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে উক্ত ধারায় থাকা শব্দগুলির যথাযথ অর্থ কী হবে। বিতর্কিত আদেশের ১৬ অনুচ্ছেদে, বিদ্বান একক বেঞ্চ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি রেকর্ড করেছেঃ

> "১৬. যে কোনও ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকরণের ধারায় বলা হয়েছে যে" "বাজেয়াপ্ত করা হবে" "এর পরিবর্তে আন্তরিক অর্থ" "বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ" "হবে। ওয়েবেস্টারের সপ্তম নতুন কলেজিয়েট অভিধান, চেম্বারস টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশনারি, শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি ৩° সংস্করণ, সকলেই" "মে" "-এর সমতুল্য কেবল অনুমতি বা ডিরেক্টরি বোঝাতে দায়বদ্ধ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে। কলিন্স বনাম কলিন্স এবং ডোভ; ১৯৪৭ (১) অল ইংল্যান্ড রিপোর্টস ৭৯৩, প্রবেট, ডোয়র্স এবং অ্যাডমিরাল্টি বিভাগ" "অর্থপ্রদানের দায়বদ্ধ" "শব্দগুলিকে আদালত কর্তৃক গৃহীত যে কোনও বিবেচনার আদেশের উপসংহার এবং পরিমাণ সাপেক্ষে হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। রাজ্য বনাম আমরু তুলসী রাম; এআইআর পাঞ্জাব ১৯৫৭, আদালত একইভাবে" "অর্থপ্রদানের দায়বদ্ধ" "শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছে।"

> "একটি নির্দিষ্ট আকস্মিকতা বা নৈমিত্তিকতার সংস্পর্শে, বেশি বা কম সম্ভাব্য, অন্য কথায়, একটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বা সম্ভাবনা, যার ঘটনা আসলে ঘটতে পারে বা নাও ঘটতে পারে।

৮. আমাদের বিবেচনাধীন দৃষ্টিতে, বাজেয়াপ্তির ধারায় ব্যবহৃত শব্দ "বাজেয়াপ্তির জন্য দায়ী" -এর "বাজেয়াপ্ত করা হবে" -এর জন্য বিজ্ঞ একক বেঞ্চের দেওয়া ব্যাখ্যা ন্যায্য এবং যথাযথ এবং তা গ্রহণ করতে হবে।

৯. স্বীকার করতেই হবে যে, আপিলকারীরা রিট আবেদনকারীকে অবহিত করেননি যে আপিলকারীরা নির্দিষ্ট কিছু কারণে বিড-পূর্ব জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। রিট আবেদনকারীর ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখের উপস্থাপনা পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে রিট আবেদনকারী তার বাধ্যবাধকতা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন না বরং তিনি কিছু প্রকৃত অসুবিধা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে, যাদের ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হবে। স্বীকার করতেই হবে যে, পুরো কাঠামোটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং আপিলকারীরা সাধারণ শর্তাবলীর বিভিন্ন ধারা যেমন প্রকরন ৭.৪ এবং প্রকরন ১১.৭ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

১০. ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীভাবে ৩টি লম্বা ক্রেনের (৪০ ফুট বুম) জন্য কোনও প্রবেশাধিকার সম্ভব নয়। অতএব, আপিলকারীরা রিট আবেদনকারীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসুবিধা পরীক্ষা করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন, বরং ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের একটি রহস্যময় উত্তর পাঠানোর পরিবর্তে, রিট আবেদনকারীকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের যোগাযোগে থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

১১. শ্রী চ্যাটার্জির এই যুক্তিতে ফিরে যাই যে, বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক বাজেয়াপ্তির ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাই যে, এ ধরণের কোনও 'নির্দিষ্ট তথ্য' রেকর্ড করা হয়নি এবং বিজ্ঞ রিট আদালত এখতিয়ার প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং ঠিক সেই কারণেই,

বিজ্ঞ একক বেঞ্চ এই ধারাটির ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যেভাবে এই ধারাটি বাস্তবায়িত হয়েছে তা সমতা, ন্যায্যতা এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতির বিচ্যুতি হবে। আমরা বিজ্ঞ একক বেঞ্চের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি এই লক্ষ্যে যে, যদি ধারাটি "বাজেয়াপ্তির জন্য দায়ী" শব্দটি ব্যবহার করে, তাহলে বলাই বাহুল্য যে দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের একটি বিচক্ষণতা রয়েছে। যদি দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের বাজেয়াপ্তির ক্ষমতা থাকে, তাহলে দরদাতাকে অবহিত করার অধিকার রয়েছে যে কেন এবং কী কারণে, দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের মতামত হল যে দরপত্র-পূর্বের আমানত বাজেয়াপ্তির জন্য দায়ী ছিল। মামলায় আপিলকারী/সংস্থা কর্তৃক এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অতএব, আমরা বিবেচনা করছি যে বিজ্ঞ একক বেঞ্চ রিট আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং আপত্তিকর নির্দেশ জারি করে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ছিল এবং আপত্তিকর আদেশে হস্তক্ষেপের কোনও কারণ তৈরি করেনি।

১২. ফলস্বরূপ, আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ হয়ে যায়।

১৩. একক বেঞ্চের নির্দেশাবলী মেনে চলার সময়সীমা ২১ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

১৪. কোনও খরচ নেই ।

১৫. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(টি. এস. শিবজ্ঞানম)
প্রধান বিচারপতি

আমি একমত,

(বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য)

পিজি/কেএস এআর (কোর্ট)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal